সংবাদ

তারিখ ... 12 APR 2018
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৩

বিলবালিয়া মহিলা মাদ্রাসা নানা সমস্যায় জর্জরিত

আবদুল আজিজ, সরিষাবাড়ী (জামালপুর)

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার বিস্তার ও ইসলামি মূল্যবোধে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৎকালে এলাকার হিতৈষী ব্যক্তিরা ৮নং মহাদান ইউপির বিলবালিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসাটি ১ একর ৮ শতাংশ জমির উপর প্রথমে এবতেদায়ী মাদ্রাসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। পরে মহিলা দাখিল মাদ্রাসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৮৬ সালে। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতে উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। নানা সমস্যায় জর্জরিত মাদ্রাসাটির অবস্থা এখন নাজুক। জানা গেছে, ওই মাদ্রাসাটিতে মোট জনবল ১৮জন। কর্মরত আছে ১৫ জন। তন্মধ্যে মধ্যে শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন ১১ জন, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ১ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩ জন। এ ছাড়া ১ম শ্রেণীতে ৩০ জন, ২য় শ্রেণীতে ২৮ জন, ৩য় শ্রেণীতে ২৫ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ২৪ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৩৩ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২৮ জন, ৭ম শ্রেণীতে ৪৬ জন, ৮ম শ্রেণীতে ৩২ জন, ৯ম শ্রেণীতে ১২ জনও ১০ম শ্রেণীতে ২১ জন মোট ২৭৩ জন ছাত্রী রয়েছে।

সরিষাবাড়ী

সরেজমিনে মাদ্রাসাটিতে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠাকালীন ৫০ হাত দৈর্ঘ্যের ৫ কক্ষবিশিষ্ট টিনের চৌচালা ঘরটির দরজা, জানালা ভাংগা, সিমেন্টের খুঁটির ঢালাই খসে লোহার রড বেরিয়ে পড়েছে, চালের ও বেড়ার দীর্ঘদিনের পুরনো টিন মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। একটু বৃষ্টি আসলেই পানি পড়ে ছাত্রী ও শিক্ষকদের পোশাক এবং বই পুস্তকসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। ঘরের কাঠের রুয়া, সারক, পাইর ভেঙে গেছে। গৃহটি শ্রেণী কক্ষের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মাদ্রাসাটিতে শ্রেণীকক্ষের তীব্র সংকট বিদ্যমান। ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মিত হয় ১৯৯৪-৯৫ সালে। ওই ভবনটির ছাদে ও দেয়ালে ফাটল ধরেছে। নির্মিত হওয়ার পর হতে, চুনকাম সংস্কার না করায় প্রতিটি কক্ষের প্লাস্টার খসে পড়ে শিক্ষার পরিবেশের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে।

ছাদে, দেয়ালে ফাটল ধরায় শিক্ষক ও ছাত্রীদের পাঠদানে বা লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার চাইতে সবসময় আতঙ্ক বিরাজ করে। প্রায় সব কয়টি দরজা, জানালাই ভাঙা। ছাত্রীদের পৃথক ওয়াশ ব্লক নাই। ফলে প্রায়ই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ছাত্রীদের বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। মাদ্রাসাটিতে টিউবওয়েল থাকলেও প্রায়ই নষ্ট হয়ে থাকে বলে জানা যায়।

মহিলা মাদ্রাসাটির দু'পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর না থাকায় মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা ছাড়াও বাহিরের গরু, ছাগল ভিতরে প্রবেশ করে মাঠের পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। মাদ্রাসার মাঠটি চার পাশের চেয়ে ৫ নিচু হওয়ায় একটু বৃষ্টিতে মাঠে পানিতে ডুবে যায়।

মাটি বরাট প্রয়োজন। মাদ্রাসার সুপার মাও. মো. আব্দুছ ছবুর খান জানান, মাদ্রাসার শিক্ষার মান ও প্রতি বৎসর পাশের হার ভালো। এখানে শ্রেণী কক্ষের তীব্র সংকট বিদ্যমান। কাজেই ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটি নতুন ভবন প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা মহিলা আ.লীগের সভানেত্রী জোহরা লতিফ বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার বিস্তার লাভে ও ইসলামি মূল্যবোধে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিলবালিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাটি দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে। কাজেই মাদ্রাসাটির উন্নয়ন প্রয়োজন।

৮নং মহাদান ইউপি চেয়ারম্যান ও আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কেএম আনিছুর রহমান(জুয়েল) জানান, মাদ্রসাটির শ্রেণী কক্ষের তীব্র সংকট দূর করার জন্য নতুন ভবন নির্মাণসহ বিদ্যমান নানা সমস্যা জরুরি ভিত্তিতে সমাদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সুদৃষ্টি এলাকাবাসীর একান্ত কাম্য।